শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

প্রণীত।

বরিশাল

আদর্শ-লাইব্রেরী হইতে

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বরিশাল—আদর্শ-যন্ত্রে

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩১৪

কাপড়ে বান্ধা দশ আনা।

প্রেমময় !

তোমারি পদ-রাজীবযুগে
সঁপেছে দাসীর সকলি;
আজি কি আর নূতন দিবে
প্রীতির কুসুম-অঞ্জলি ?

ফুল্লশ্রী,
পৌষ, ১৩১২

চির-সেবিকা
তোমারই
সরোজ।

ভূমিকা।

গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমার পরিচয় নাই। এইজন্য, ইনি যখন আমাকে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করেন, তখন বড় সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া, সেই সঙ্কোচ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। যাহা আছে, তাহা আমার নিজের অযোগ্যতার জন্য। কারণ, আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠাবান্ নই যে, কোনও নবীন কবিকে সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে পারি। তথাপি, আমি যে লেখিকার অনুরোধ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ এই যে, ইঁহার পক্ষে অপরের সাহায্যে পাঠক-সমাজে পরিচিত হইবার বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এই কবিতাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাঁহারাই সাতিশয় প্রীতি লাভ করিবেন। লেখিকা বয়সে বালিকা—কিন্তু প্রথম উদ্যমেই যাঁহার লেখনী হইতে 'তুমি', 'দেবতা আমার', 'কপালিনী' প্রভৃতি কবিতা নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি কালে মানকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনীর যোগ্যা ভগিনীরূপে স্বীকৃতা হইবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গরমণীর পক্ষে যাহা সর্ব্ব প্রধান দুঃখ, লীলাময় বিধাতা অতি অল্প বয়সেই সেই দুঃখের কঠিন আঘাতে এই লেখিকার কোমল হৃদয়কে

ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। ইনি এই দারুণ আঘাতে কাতরা হইয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্য সর্ব্বসন্তাপহারিণী পরম জননীর চরণে ব্যাকুলভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, এবং এইরূপে অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। প্রার্থনা করি, প্রেমময়ী জননীর সুকোমল প্রেমস্পর্শে ইঁহার দগ্ধপ্রাণ শীতল হউক, এবং তিনি ইঁহার জন্য যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইনি চিরদিন অটুট থাকুন।

বরিশাল,
অগ্রহায়ণ, ১৩১২

শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম, এ,
প্রিন্সিপাল, ব্রজমোহন কলেজ।

সূচীপত্র।

প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

দেবতা আমার।

প্রভো! তুমি দেবতা আমার,
হৃদি মাঝে তোমার আসন,
আমি দাসী সেবিকা তোমার,
হৃদি মাঝে আছ প্রাণধন।

প্রভো! তুমি আরাধ্য আমার,
সদা বিরাজিছ মোর হৃদে,
গাঁথিয়াছি ভক্তি-পুষ্প-হার,
অর্পি তাই তব দু'টি পদে।

কি সুন্দর তোমার মূরতি,
এমন দেখিনি কভু আমি,
মাখা প্রেম-স্নেহ-দয়া-প্রীতি,
তুমি, নাথ ! হৃদয়ের স্বামী।

হেরিয়াছি প্রকৃতির শোভা,
শরতের সুনীল আকাশ,
হেরিয়াছি জন-মনোলোভা
পূর্ণিমার সুধাংশু-প্রকাশ।

চেয়ে নবোদিত রবি পানে
হেরিয়াছি তাহার কিরণ,
বসন্তের প্রভাত উদ্যানে
ফুলরাশি উদ্যান-শোভন।

হেরিয়াছি জাহ্নবী-সলিলে
প্রভাতের লহরী চঞ্চল,
হেরিয়াছি প্রভাতী অনিলে
সরোবরে কাঁপে পদ্মদল।

কিন্তু, হে প্রাণেশ ! তব সম
নেহারিনি কভু এ নয়নে ;
মোর কাছে তুমি নিরুপম,
তব তুল্য নাহি এ ভুবনে।

দেবের বাঞ্ছিত পারিজাত,
সে গন্ধও পাই তব দেহে,
এ দাসীর তুমি হৃদি-নাথ,
আশা-তরু হৃদি-মরু-গেহে।

ত্রিদিবের মন্দাকিনী-ধারা
তব স্নেহ—ঢাল মোর শিরে,
আমি যে গো পেয়ে আত্মহারা,
ভেসে যাই প্রীতি-অশ্রুনীরে।

সংসারের শত প্রলোভনে,
প্রভো ! আমি আর না ডরিব,
পাপ-চর ষড়রিপুগণে
তব নামে দূরে তাড়াইব।

পাপ-তাপ কুটিলতা যত,
ঘৃণা ভরে ত্যজি সমুদয়,
তব পুণ্য প্রেমালোকে, নাথ !
আলোকিত করিব হৃদয়।

চাঁদের হাসি।

(১)

নিরমল নীলাম্বরে বসি' শশধর

হাসিতেছ মৃদু হাসি,

ক্ষরিছে অমিয়রাশি,

তব ও মধুর হাসি কিবা মনোহর!

অত দূরে বসি' চাঁদ,

পাতিয়া রূপের ফাঁদ,

নির্ম্মল কিরণ ঢালি' শুভ্র শুভ্রতর,

হাসিছ মধুর হাসি কেন নিরন্তর?

(২)

সুনীল গগন-কোলে পরি' তারা-হার
বসিয়ে রয়েছ সুখে,
কুমুদিনী হাসিমুখে
তব মুখপানে চেয়ে,—কি শোভা তাহার!
তব রূপ-সুধা পান
করিছে ভরিয়া প্রাণ,
চাঁদিমা জ্যোছনা অঙ্গে শোভিছে তাহার,
প্রেয়সীরে দেছ যাহা প্রিয় উপহার।

(৩)

নেহারি সুধাংশু তব ওই হাসিরাশি,
কত কথা মনে পড়ে,
বলিব কেমন ক'রে,
বলিতে যে ফাটে বুক, শোক-নীরে ভাসি!
বলিলে সে সব কথা,
তুমিও পাইবে ব্যথা,
নীরবে একেলা ভাবি, দেখি' ওই হাসি,
স্বপ্নময় জীবনের গত সুখরাশি!

(৪)

আমারো তোমারি মত ছিল একদিন,
আমিও তোমারি মত,
ভুঞ্জিয়াছি সুখ কত,
সেই একদিন গেছে সুখের সে দিন!
নেহারি' তোমার হাসি,
—রজত কৌমুদীরাশি—
আজো মনে পড়ে সেই সুখের স্বপন,
—দাম্পত্য সোহাগ মাখা স্নেহের চুম্বন!
যখন তা' মনে পড়ে,
ক্ষণিক আনন্দ ভরে,
অতীত সুখের তরে নেচে উঠে মন,
—পরক্ষণে প্রাণে তীব্র শোকের দহন!!

(৫)

পায় পড়ি, শশধর! হাসিও না আর!
ওহাসি ভাল না লাগে,
কত যে যাতনা জাগে
দগধ পরাণে মোর,—বুঝিবে কি তার!

এ পোড়া পরাণে আর,
দিও না বেদনা ভার,
ও হাসি দেখিলে হাসি মনে পড়ে তাঁর !
ব্যথার উপরে ব্যথা দিও না আবার !

(৬)

হাসিতেছ চাঁদ তুমি সুখময় প্রাণে,
ও হাসিতে প্রাণে মোর,
হ'তেছে যাতনা ঘোর,
এ পোড়া বুকের মাঝে শত শেল হানে !
নিরালায় কতবার,
ফেলিয়াছি অশ্রুধার,
এ মরতে শান্তি বুঝি নাহি কোনখানে !
বঙ্গের বিধবা কাঁদে যেখানে সেখানে !!

শৈশব।

সুখের মধুর শৈশব আমার,
সরল কোমল প্রাণ,
ছাড়িয়া আমায় গিয়াছে চলিয়া
এবে সুখ অবসান !
বাল্য-সুখ-স্মৃতি পড়ে এবে মনে,
—আহা কিবা সেই সুখ !—
ছিল না ভাবনা, বিষাদ-বেদনা,
সরলতা ভরা বুক।
খেলায় ধূলায় গিয়াছে শৈশব,
খেলার সাথীর সনে,

যবে শোক তাপ দুঃখ, স্বার্থ, কপটতা,
কিছুই ছিল না মনে।
বকুল গোলাপ, যূঁই বেল চাঁপা,
তুলিয়া কত যে ফুল,
গাঁথি-ফুল'হার পরিতাম গলে,
দোলা'তাম, কাণে দুল।
সাঁঝের বেলায় বসিয়া প্রাঙ্গণে
হেরিতাম তারাদল,
নীল নভোপরে, ফুটিয়া উঠিয়া
করিত যে ঝল্‌মল্‌।
হায়! সে সুখের কাল শৈশব আমার
আর না আসিবে ফিরে,
চিরতরে মোরে গিয়াছে ছাড়িয়া,
ভাসা'য়ে বিষাদ-নীরে!
এখনো আকাশে হাসে তারাদল,
ধীরে বহে সমীরণ;
ফোটে কত ফুল, কলকণ্ঠে সদা
গাহে গান পাখিগণ।

সকলি ত আছে, নাই শুধু মোর
সে মধুর বাল্য-সুখ !
কালের আবর্ত্তে, নিয়তির ফেরে,
এবে দুঃখ ভরা বুক !
মোর নাই সেই আনন্দ, বাল্য-খেলা-ধূলা,
ফুল-তোলা মালা-গাঁথা,
এবে বাজে শুধু মোর হিয়ার মাঝারে
দারুণ বিষাদ-ব্যথা !
আর না গাহিব "বউ কথা কও"
সুকণ্ঠ বিহগ সনে,
আর না আসিবে সুখ শান্তি পুনঃ
এ মোর দগধ প্রাণে !
সুখের মধুর শৈশব আমার,
সরল কোমল প্রাণ,
ছাড়িয়া আমায়, গিয়াছে চলিয়া,
এবে সুখ অবসান !
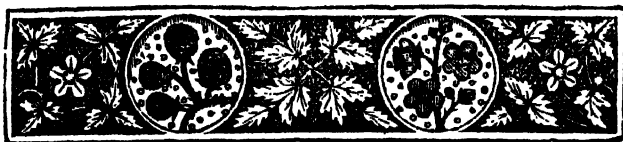
দুর্গোৎসব।

এস, মা! দাসীর বাসে, সতি দাক্ষায়ণি!
এ দীন বাঙ্গালী ঘরে,
এস মাগো দয়া ক'রে,
পতিত উদ্ধার তরে, পতিতপাবনি!
সন্তান ডাকিছে তোরে, ওমা কাত্যায়ণি!

কোথা গো মা দয়াময়ি দনুজদলনি!
এস মা তারিণি তারা,
দুঃখ-হরা ভব-দারা,
সন্তান ডাকিছে তোমা, জগত-জননি!
আজি যে, মা! দীন বঙ্গে শুভ আগমনী।

মা'র আগমনে আজি হাসিছে ধরণী,
প্রতি বঙ্গবাসী ঘরে,
উল্লাস আনন্দ ভরে,
ডাকিছে মায়েরে সবে—কি আনন্দ-ধ্বনি,
আজ বুঝি দীন বঙ্গে শুভ আগমনী।

হাসিছে প্রকৃতি আজি, ওমা হৈমবতি!
মঙ্গল বাজনা বাজে,
সাজিয়া নূতন সাজে,
আনন্দে করিছে সবে তোমার আরতি,
অজ্ঞান সন্তান মোরা, রে'খো পদে মতি।

দীনহীন বঙ্গবাসী সন্তান আমরা,
নাহি জ্ঞান নাহি ভক্তি,
দয়াময়ি আদ্যাশক্তি,
তরিও মোদেরে, মাগো! দুর্গে দুঃখ-হরা!
অধম সন্তানে কৃপা কর, পরাৎপরা।

মরি কি সুন্দর শোভা মায়ের প্রতিমা,
নেহারি' মায়ের মূর্ত্তি,
হৃদয়ে অতুল স্ফূর্ত্তি,
দয়াময়ি, দশভুজা হর-মনোরমা !
ত্রিজগতে নাহি মিলে তোমার উপমা।

এস, ভাই ভগ্নীগণ ! মিলিয়া সকলে,
ভুলে গিয়ে শোক, ক্লেশ,
ভুলি স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ,
একতা-বাঁধনে বাঁধি মা'র পদতলে,
দিব গো অঞ্জলি সবে জবাবিল্বদলে।

শ্রদ্ধার চন্দনে মাখি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি,
অভয় চরণ-তলে,
দাও সবে কুতূহলে ;
প্রবৃত্তি নৈবিদ্য দাও, জ্ঞান-বাতি জ্বালি,
মা'র পদতলে দাও যড়রিপু বলি।

জীবন দক্ষিণা দাও ও রাঙ্গা চরণে,
দেখিতে হবে না আর,
এ সংসার-কারাগার,
জ্বলিতে হবে না আর তাপের দহনে ;
ভুল'না মায়ের নাম জীবনে মরণে।

নমি, মা ! চরণে তব, কৈলাসবাসিনি !
দুর্গতিনাশিনি তারা,
ভবারাধ্যা শিব-দারা,
অজ্ঞান সন্তানে তার, অধমতারিণি !
পদতলে স্থান দাও, বিঘ্নবিনাশিনি !

স্বপ্নভোর।

সুখের স্বপন মোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হায়,
তাপ দগ্ধ এ হৃদয় ডু'বে আছে নিরাশায়।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে গেছে হৃদি মোর
সহসা হ'ল রে, হায়! সুখের স্বপন ভোর
সে ভীষণ বজ্রাঘাতে নাহি মরিলাম আমি,
কি কঠোর প্রাণ মোর—কঠিন পাষাণখানি!
মরতে স্বরগ-শোভা দেখেছিনু ঘুম-ঘোরে,
জাগিয়া দেখিনু, হায়!—কেহ না জিজ্ঞাসে মোরে!
ভাবিতাম—সুখী কেউ আছে কি আমার সম?
—বুঝিলাম পরক্ষণে—সুখ নহে ভ্রান্তি মম!

মধুর প্রভাতে এই শান্তিমগ্ন চরাচর,
রক্তিম বরণে ওই হাসিতেছে দিবাকর।
পতি আগমন হেরি', প্রস্ফুটিতা কমলিনী ;
হাসিছে উল্লাস ভরে মোহিনী প্রকৃতিরাণী।
আনন্দে মগন জীব—আনন্দে মগন ধরা,
শান্তির প্রভাতে মোর হৃদয়ে বিষাদ ভরা !
বিদ্যুৎ-চমক-শেষে পথিকের ধাঁধা সম,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হায় ! সুখের স্বপন মম !
সকলি গিয়াছে, হায় ! জগতে কি আছে আর ?
আছে তব স্মৃতিটুকু—আছে শুধু অশ্রুধার !
হৃদয়ে রেখেছি স্মৃতি অনন্ত কালের তরে,
মোহন মূরতি তব পূজিব জীবন ভ'রে।
দেখিব হৃদয়াসনে, প্রভো, মম প্রেমময় !
হেরিব নয়ন ভ'রে, প্রভো ! তুমি বিশ্বময়।
শ্রদ্ধার চন্দনে মাখি' ভক্তি-পুষ্প কুতূহলে,
দিব গো অঞ্জলি, নাথ ! তোমার চরণ তলে।
শান্তির অনিল ধীরে বহিবে হৃদয়ে মোর,
তব ও মূরতি ভাবি' করিব জীবন ভোর।

কপালিনী।

(১)
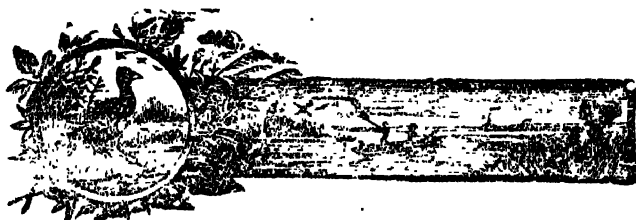
কল্যাণী কালিকাদেবী করালবদনা,
খর্পরধারিণী শ্যামা,
হর-হৃদে হর-রমা,
বরাভয়-প্রদা বামা দনুজদলনী।
দুর্গতিনাশিনী তারা,
তাপ-হরা ভব-দারা,
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, কলুষনাশিনী,
দুর্গমে নিস্তার-কর্ত্রী দুরিতবারিণী!

(২)

শবরূপে মহাকাল পড়ি' পদতলে,
করে নর-মুণ্ড, অসি,
অধরে ভীষণ হাসি,
শিবারাধ্য পদযুগ শোভে জবাদলে।
কটিতে কিঙ্কিণী রাজে,
চরণে নূপুর বাজে,
তরুণ অরুণ-ভাতি ত্রিনয়নে জ্বলে।
চুমিছে অভয় পদ বিমুক্ত কুন্তলে।

(৩)

শিব-হৃদে রণমাঝে উলঙ্গিনী শ্যামা,
করেতে কৃপাণ ধরি',
পাপাসুর নাশ করি',
রণমাঝে রণসাজে নাচে নিরুপমা।
হৃদয়ে ধরিয়া পদ,
—মরি, কিবা কোকনদ!—
মহাযোগী মহাদেব করিছে সাধনা;
শঙ্কর আরাধ্যা দেবী শিবে শবাসনা।

(৪)

ভক্তদত্ত পুষ্পমালা, জবা-বিল্বদল,
অভয় চরণে মা'র,
শোভে কিবা চমৎকার,
কোটি রবি জিনি' ভাতি বরণ শ্যামল।
নৃমুণ্ডমালিনী তারা,
অধরে রুধির ধারা,
নর-কর কটি-বেড়া, বিমুক্ত কুন্তল,
নখরে কৌমুদীরাশি করে ঝল্‌মল্‌।

(৫)

তুমি, মা! করুণাময়ী, শান্তি বিধায়িনী,
পতিতে উদ্ধার কর,
অজ্ঞান-তিমির হর,
চতুর্ব্বর্গ-প্রদা, মাগো, কৈলাসবাসিনি!
দয়া ক'রে মা ঈশানি,
ভিক্ষা দাও পা দু'খানি,
আমি, মা! তনয়া তোর বড়ই দুঃখিনী,
ভিখারিণী কাঙালিনী বড় বিষাদিনী!

নির্জ্জনে।

সজনি লো ! আজ বসি' নিরজনে
অবাধে গাইব বিষাদ গান ;
শুনিলে আমার মরমের ব্যথা
কাঁদিবে কি, সখি ! কাহারো প্রাণ ?

এ সংসারে মোর কিছু নাই আর,
সকলিত সই, ফুরা'য়ে গেছে ;
সুখ শান্তি মোরে গিয়াছে ছাড়িয়া,
শুধু এ দগধ পরাণ আছে !

অভাগিনী ব'লে, কেহ সখি! মোরে
না করে আর স্নেহ-সম্ভাষণ!
তাইলো, একেলা বসিয়ে বিরলে
নীরবে করি অশ্রু-বরিষণ!

মোর সম দুঃখী, বুঝি লো সজনি,
এ বিশাল ভবে কেহই নাই!
তাই সদা আমি বিজন বিপিনে
দেখিলো, যখন যে দিকে চাই—

তরুলতাগণ যেন মোর দুঃখে
নীরবে দাঁড়া'য়ে আনতমুখে,
তাদেরো মরমে লেগেছে ব্যথা,
সবে যেন দুঃখী আমার দুঃখে!

তাহাদের সেই শীতল ছায়ায়
বসিয়া নীরবে তাপিতমনে,
সজনি লো, আমি বড় শান্তি পাই,
তাইত লো আসি বিজন বনে।

এ বিজনে বসি' কাঁদিতে কাঁদিতে
　　অবসন্ন মোর হইলে প্রাণ,
তরুদের সেই শীতল বাতাসে,
　　—আহা মরি, কিবা সে স্নেহ-দান !

—তাপ-দগ্ধ প্রাণে বড় শান্তি পাই।
　　পাখীদের সেই মধুর বুলি
যখন গো শুনি,—মুহূর্ত্তের তরে
　　শোক তাপ সব যাইগো ভুলি'।

তাই লো, সজনি ! বিজন বিপিনে
　　আসিতে চায় এ পরাণ মোর ;
বসিয়ে হেথায় ঝরে সদা, সখি !
　　দুঃখীর সম্বল নয়ন-লোর !

বীণাপাণি।

সরোজ-আসনোপরে কে তুমি মা বীণাপাণি ?
শ্বেত শতদল জিনি' কিবা নির্ম্মল বরণী।
অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী,
কিবা শোভা মরি মরি !
তুমি কি ভারতী সতী বিষ্ণু-বক্ষঃ-বিহারিণী ?
ভকত-বৎসলা, মাগো, অজ্ঞানতা বিনাশিনি !

তোমার চরণ পূজি' দিব্য জ্ঞান লভে নর ;
তোমার প্রসাদে, মাগো ! চলে বিশ্ব চরাচর।
বাল্মিকী, কৃত্তিবাস,
ভবভূতি, কালিদাস,

অমর হয়েছে তাঁরা করিয়ে পূজা তোমার,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লও এ দাসীর উপহার।

জগত-আরাধ্যা দেবি বাগ্বাদিনি বীণাপাণি !
ভুবন-মোহিনী মাগো ! বরদে জ্ঞানদায়িনি !
গলে দোলে মুক্তাহার,
রজত কৌমুদী-ধার,
নেহারি' আলেখ্য তব, ডুবে মন শান্তি-হ্রদে ;
অজ্ঞান সন্তান ব'লে রেখ মা! দাসীরে পদে।

দাও মাতঃ ! দয়া ক'রে, দাও তব পা দু'খানি,
এ দীনার ক্ষুদ্রপূজা লও মাগো ! বীণাপাণি !
ভজন পূজন বল,
কিছুই নাহি সম্বল,
নিজ গুণে কৃপা কর, কমল-দল-বাসিনি !
নমি মা ! চরণে তব, বাণি বিদ্যা-বিধায়িনি !

মা।

কে তুমি গো মর-দেশে
শান্তিরূপা স্নেহময়ি ?
তোমার তুলনা, মাগো !
এ মর-জগতে নাই !

তোমার প্রসাদে, মাগো !
দেখেছি সংসার-ভূমি.
দয়াময়ি, জননি গো !
পরমা আরাধ্যা তুমি।

এমন মধুর ডাক,
এমন সুধার ধার,
খুঁজেছি অনেক মাগো !
পাইনি কোথাও আর।

নমি, মা ! চরণে তব,
স্নেহময়ি, মা আমার !
তোমার স্নেহের মত
জগতে কি আছে আর ?

তোমার স্নেহের ধার
শোধিতে পারে না কেহ,
পেয়েছি অসীম স্নেহ,
আরো চাই—আরো দেহ।

অকৃত্রিম থাকে যদি
স্বরগের পবিত্রতা,
এ সংসারে আছে শুধু
তোমারি স্নেহ-মমতা।

মা ! তোর বুকের মাঝে
স্নেহের অনন্ত খনি,
পীযূষে পূরিত যেন
মায়ের মধুর ধ্বনি !

প্রাণ-ভরা "মা" ডাকের
জগতে তুলনা নাই,
শত ব্যথা শত কষ্ট
"মা" নামে ভুলিয়া যাই।

শান্তিময়ী দেবী তুমি,
মোরে আশীষ জননি!
—ভক্তিভরে চিরদিন
পূজি তব পা দু'খানি।
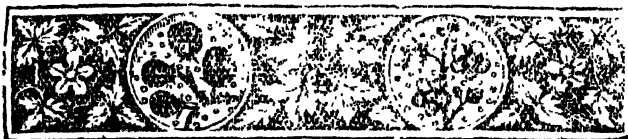
গুরু-স্তোত্র।

হৃদয়-মন্দিরে মম সরোজ-আসনোপরে
পরম আরাধ্য গুরু বিভূষিত শ্বেতাম্বরে ;
চর্চ্চিত শ্বেত চন্দনে চরণ-কমলদ্বয়,
নেহারি' হৃদয় মোর ভক্তিতে আপ্লুত হয় ;
যুগলচরণপদ্মে কোকনদ শোভা পায় ;
শ্বেতপুষ্প-মালা গলে—কি মূর্ত্তি মহিমাময় !
কুন্দ-ধবলেন্দু সম অঙ্গ-জ্যোতিঃ নিরমল,
জ্যোতির্ম্ময় রূপ হেরি' ভকত মন বিভল ;
প্রভুর যুগল-পদ-শ্বেত-অরবিন্দ দলে
ভকত-মধুপগণ গুঞ্জরিছে কুতূহলে।
পাপাসক্ত ভীত জনে প্রভু মম দয়াময়,
যুগল কমল-করে দিতেছেন বরাভয়।

জননী করুণাময়ী গুরু-বাম-উরু পর,
রক্তিম কমল-করে ধরি' পতি-কলেবর;
কনকবরণী মা'র অঙ্গে শোভে রক্তাম্বর;
—প্রেমময় প্রেমময়ী কিবা মূর্ত্তি মনোহর—
ভূষিতা জননী মোর উজল মুকুতা-হারে,
সুদিব্য অঙ্গের জ্যোতিঃ ভাতিছে সহস্র ধারে;
ফুল্লনীলইন্দিবর জননীর দু'নয়নে,
স্নেহ-দয়া-প্রেম-প্রীতি ক্ষরিতেছে প্রতিক্ষণে
পতিতপাবনী মাতা স্নেহময়ী প্রেমময়ী,
ভক্ত প্রতি হ'য়ে প্রীতা আমার আনন্দময়ী
দিতেছেন বরাভয় যুগল কমল-করে,
ব্যথিত মায়ের প্রাণ অধম সন্তান তরে।
দয়াময়ি! জগন্মাতা! মম গুরু-মনোরমা!
কি দিব উপমা তব?—তুমি যে মা নিরুপমা!
গুরুদেব! জননি গো! আমি অতি দীনাহীনা,
সম্বল নাহিক মোর তোমাদের পদ বিনা।
যে পদ পূজিছে ভক্ত কত মণি-মুক্তা-হারে,
সে পদ—দুঃখিনী আমি—পূজিব কি উপচারে?

ভরসা হৃদয়ে শুধু—আমার যে মাতা পিতা,
পতিতপাবনী আর—পতিত-মানব-ত্রাতা।
দয়াময়! দয়াময়ি! লও ক্ষুদ্র পূজা মোর,
ও রাঙ্গা চরণ পূজি' হোক এ জীবন ভোর।

প্রভাত।

হাসিতেছে ঊষা-রাণী,

মরি কি মধুর রে ;

শ্রবণে ঢালিছে সুধা

বিহগের সুর রে।

কাননে ফুটিছে ফুল

ছুটে পরিমল রে ;

সরোবরে স্ফুটোম্মুখী

নলিনীর দল রে।

রক্তিম বরণে ওই

তরুণ তপন রে,

উঠিতেছে ধীরে ধীরে

উজলি' ভুবন রে।

শিশির-মুকুতা-পাতি
জ্বলে তরু-শিরে রে ;
খেলিছে কিরণ-ছটা
সরসীর নীরে রে।
মরি কি মোহন বেশে
প্রকৃতি-সুন্দরী রে,
উছলি' পড়িছে যেন
রূপের মাধুরী রে।
গুন্ গুন্ রবে অলি
কমলের কাণে রে,
কহিছে প্রণয়-কথা
সুমধুর তানে রে।
পরাণ শীতল করি'
প্রভাত-সমীর রে,
সুরভি কুসুম চুমি'
হরষে অধীর রে!
দয়া করি' জগদীশ
সন্তানের তরে রে,

দিয়েছেন এ সৌন্দর্য্য
অতি স্নেহ-ভরে রে।
নিরখি' নবীন শোভা
শান্তিমগ্ন ধরা রে;
মোহ-নিদ্রা পরিহরি,
উঠ সবে ত্বরা রে।
আলস্য-জড়তা-স্বার্থ
ত্যজি' অভিমান রে,
উন্নতির পথে সবে
হও আগুয়ান রে।
মায়ের ইঙ্গিতে ঊষা
করিছে প্রচার রে,
—বাজিল কালের ভেরী
জাগ এইবার রে।
মায়ের মন্দির হ'তে
এসেছে আহ্বান রে,
—সবারি জাগিতে হবে,
এ নব-বিধান রে!

বঙ্গ-বিধবা।

কে তুমি মলিন মুখে, অশ্রুধারা দুই চোখে,

আলুথালু কেশপাশ বিষাদিনী বেশ !

বঙ্গের বিধবা বালা, বুঝি তাই এত জ্বালা

সহিছ নীরবে, নাই আরামের লেশ !

তাই বসি' নিরজনে কাঁদিছ আপন মনে,

জ্বলিছে হৃদয়ে সদা দাবাগ্নি ভীষণ !

লইয়া আগুন বুকে, শতকষ্টে শতদুঃখে

নিরাশার অন্ধকারে কাটাও জীবন

তোমার সৌভাগ্য-রবি চিরতরে [illegible]

এ ভবে উদয় কভু হইবে না আর।

জানেন অন্তরযামী, যিনি নিখিলের স্বামী,

কেমনে বহিবে তুমি এ বিষাদ-ভার !

শতব্যথা বজ্রাঘাৎ সহিতেছে দিনরাত,
হারা'য়ে প্রাণের পতি জীবন-দোসর !
দু'নয়নে অশ্রুজল ঝরিতেছে অবিরল,
মুছিবারে এক তিল নাহি অবসর !
শিরীষ-কুসুম-প্রায় কত যে বালিকা হায়,
—বুঝে না যে ভাল মন্দ, সুকোমলমতি—
বোঝে না যে কার্য্যাকার্য্য, সে পালিছে ব্রহ্মচর্য্য,
চেনেনা জানেনা বালা—কেমন সে পতি !
এই দুঃখ নিবারিতে, কেউ নাই পৃথিবীতে,
বিধবার তপ্তঅশ্রু কে মুছা'বে আর !
তাহারা কাঁদিতে ভবে এসেছিল, কেঁদে যাবে,
কপালের লেখা যে গো দোষ দিব কা'র !

জগদীশ।

তুমি গো জগৎপাতা, প্রেমময় শান্তিদাতা,
দুঃখিনী কন্যায় তু'লে লও নিজ কাছে,
সুখহীনা শান্তিহীনা, বঙ্গের বিধবা দীনা,
তুমি বিনা এ জগতে তাদের কে আছে ?

তোমার চরণ বিনে কিছু নাই ত্রিভুবনে,
তব শান্তিময় নাম জপি' অবিরাম,
বঙ্গের বিধবা বালা, জুড়া'বে প্রাণের জ্বালা,
তব শান্তিময় ক্রোড়ে দাও, প্রভো ! স্থান।

রাণী দুর্গাবতী।

কে ওই রমণী ?
অশ্বে আরোহণ করি',
বীর-সাজ অঙ্গে পরি',
উলঙ্গ-কৃপাণ করে সমর-তরঙ্গে,
নির্ভয়ে পড়িল বামা,
—দৈত্য-রণে যেন শ্যামা—
কি মহিমা কি বীরতা খেলে বর-অঙ্গে !

সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি
নিতম্বে প'ড়েছে আসি',
অধরে নির্ভীক হাসি রণ-রঙ্গিণীর ;

স্থিরা সৌদামিনী সমা,
জ্যোতির্ম্ময়ী নিরুপমা,
রণশ্রান্তে কলেবরে বহে স্বেদনীর।

সতেজে অরাতি সনে,
মাতিয়া ভীষণ রণে,
করিতে লাগিল বামা অরাতি-নিধন।
বিপক্ষ সৈনিকগণে
সভয়ে ভাবিল মনে,
এ নারী সামান্যা নয়—সাক্ষাৎ শমন!

এই কিরে দুর্গাবতী,
বীরবালা বীর্য্যবতী,
এ রাণী কি আমাদের ভারত-মহিলা?
ধন্যা তুমি, দুর্গাবতি,
ওপদে করি প্রণতি,
অক্ষয় কীরতি তুমি জগতে লভিলা।

রাণী দুর্গাবতী সঙ্গে বীরনারায়ণ,
চৌদ্দ বছরের ছেলে,
যুঝিয়া অসীম বলে,
পাঠা'তে লাগিলা শত্রু শমন-সদন।

এইরূপে বহুক্ষণ,
বীরশিশু করি' রণ,
পবিত্র সমরক্ষেত্রে করিল শয়ন;
রাণী অপলক নেত্রে,
নিমেষ দেখিল পুত্রে,
—সে বীরনারীর কিন্তু নির্জ্জল নয়ন,—

পুত্রপানে চাহি' রাণী,
বলিল অপূর্ব্ব বাণী,
(বীররমণীর যাহা সুযোগ্য বচন)
"বৎস বীরনারায়ণ,
যাও স্বর্গে প্রাণধন,
যেতেছে পশ্চাতে, বাপ! তোমার জননী।"

প্রিয় স্বদেশের তরে,
পুত্র প্রাণ পরিহরে,
সে শোকে অধীরা নহে রাণী তেজস্বিনী।

আহতা সিংহিনী সম,
প্রকাশিয়া পরাক্রম,
মহাবলশালী সেই শত্রুদলে রণে
তিনবার পরাভবি',
অতুল কীরত্তি লভি',
চলিল ত্রিদিব-পথে প্রাণপুত্রসনে।

স্বর্গ-পথে সুরবালা,
করে ল'য়ে ফুলমালা,
সপুত্র রাণীরে করি' স্নেহ-সম্ভাষণ,
জয়মাল্য মাতা-পুত্রে করিল অর্পণ।

শরৎ কাল।

এসেছে শরৎ, সুখের সময়,
শান্তি দিতে জীবগণে।
আনন্দে নাচিয়া কৃষকমণ্ডলী
গাইতেছে হৃষ্টমনে।
হাসিছে শশাঙ্ক কি মধুর হাসি!
হাসিল বাগানে ফুল।
গাইল সুতানে বিহগের দল,
হাসিল মানবকুল।
কহিছে ভ্রমর কুসুমের কাণে
কতই প্রণয়-কথা।
কুসুম চুমিয়া, সুবাস লুটিয়া,
বহিছে সমীর তথা।

হাসিছে প্রকৃতি পরম পুলকে,
আনন্দে ভাসিছে ধরা ;
—আসিবেন দেবী জগত-জননী
দয়াময়ী দুঃখ-হরা।
নমি, মা ! চরণে, মহেশ-মোহিনি !
গিরীশ-দুহিতা তারা !
আসিবে, মা ! তুমি—সন্তানের প্রাণে
তাই এ আনন্দ-ধারা।
বঙ্গবাসী ঘরে পূজে মা তোমারে
আশীষ সন্তানে তোর,
—চিরদিন যেন পূজি' ও চরণ
হয় এ জীবন ভোর।

ভাই-বোন্।

(সুরেন্দ্রনাথ)

দাদা,

তোমার পবিত্র স্নেহ, মরি, কি মধুর!

তুমি স্নেহময়,

গড়েছেন জগদীশ স্নেহ-প্রেম দিয়ে

তোমার হৃদয়।

এ সংসার-মরুমাঝে অভাগিনী আমি,

(আছি) দগ্ধ প্রাণ ল'য়ে

—সংসারের শোক-তাপে হয়ে নিপীড়িত—

সতৃষ্ণ হৃদয়ে!

অভাগিনী ব'লে মোরে কেহ নাহি তোষে
স্নেহ-সম্ভাষণে !
শুধু, ওগো দাদা, তুমি সদা তোষ স্নেহ-
সলিল সিঞ্চনে।
কিবা উপাদান দিয়ে গড়েছেন বিধি
হৃদয় তোমার,
ভগিনীর প্রতি এত স্নেহ কারো নাই
সংসার-মাঝার।
যথা এক বৃন্তে ফুটে থাকে ছুটি ফুল,
তুমি গো তেমনি,
পবিত্র স্নেহের বৃন্তে রাখিয়াছ মোরে,
আমি অভাগিনী।
যেন সুনির্ম্মল বারিধারা তব স্নেহ,
এ সন্তপ্ত প্রাণ
হইয়াছে সুশীতল পে'য়ে তব পূত
স্নেহধারা দান।
সংসার-আগারে, দাদা, কি আছে আমার
—কি দিব তোমায় ?

তব অভাগিনী বোন্—কিছু নাই তার
(লও স্নেহ) স্নেহ বিনিময়ে।
স্নেহময় দাদা মোর, লও ভক্তি উপহার,
দুঃখিনী ভগিনী তব, দিতে কিবা আছে আর ?

মানব-জীবন।

ঘনঅন্ধকারময়ী অমাবস্যা নিশীথিনী,
জাগে না একটি প্রাণী—সুপ্ত চরাচর ;
সুনীল আকাশ-পটে জ্বলে না একটি তারা,
ঘোরকৃষ্ণমেঘজালে আবৃত অম্বর।
নিবিড় নীরদ-কোলে খেলিতেছে ক্ষণপ্রভা
ভেদি' সে তমসরাশি, ক্ষণেক উজলি।
ভীমনাদে গর্জ্জে মেঘ, বহে ভীম প্রভঞ্জন,
প্রচণ্ড আঘাতে তার কাঁপে বৃক্ষাবলী।
এমনি সময়ে, মোর মনে পড়ে একদিন,
সহসা পশিল কর্ণে 'হরিবোল' ধ্বনি ;
সে ভীষণ হরিধ্বনি বাজিল আমার প্রাণে,
শিহরি' উঠিনু সেই হরিবোল শুনি'।

বুঝিলাম ক্ষণপরে—আজি কোন হতভাগ্য
কাঁদাইয়া পিতামাতা পুত্র পরিজন,
ছাড়িয়া গিয়াছে ধরা ; মৃতদেহ বহি' তার,
ভীষণ শ্মশানে সবে করিল গমন।
জ্বলন্ত অনল-মাঝে অর্পিয়া সে স্বর্ণ-অঙ্গ
করিতেছে ভস্মসাৎ 'হরিবোল' বলি'।
ক্রমে হ'ল তাহাদের দাহ-কার্য্য সমাপন
গঙ্গাস্নান করি' সবে গৃহে গেল চলি'।
মানব-জীবনে হায় এই শেষ পরিণাম!
নিমিষে ভাঙ্গিয়া যায় সুখের স্বপন!
ফেলি' পিতামতা ভ্রাতা, পত্নী, সুখময় গেহ,
প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা-আত্ম-বন্ধুজন।
কেহ না লঙ্ঘিতে পারে বিশ্বনিয়ন্তার সেই
সর্ব্বজীবে সমভাবে মরণ নিয়ম।
আজ মরিতেছে পুত্র, কাল মরিবেক পিতা,
কেহ না রাখিতে পারে কাহারো জীবন।
পাইয়া মানব জন্ম——বিধাতার মহাদান,
হ'ল না হ'ল না হায় কর্ত্তব্য-সাধন!

আজ করিতেছি আমি কত কি সুখের আশ,
হ'তে পারে কাল মোর শ্মশানে শয়ন!
অনিত্য সুখের তরে ভেবে মরি নিশিদিন,
এক তিল নাহি ভাবি পরহিত তরে;
করিতেছ অহর্নিশ পরের অনিষ্ট চিন্তা,
একদিন হবে মৃত্যু না ভাবি অন্তরে!
বিধাতার নিরূপিত মানব-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম
একবারো নাহি জাগে অন্তরে আমার!
মোহের ছলনে ভুলি' কাটা'নু জীবন হায়,
বিধাতার নাম নাহি লই একবার!
শিখিতে নারিনু আমি—পরের সুখের তরে
নিজ সুখ-চিন্তা ছাড়ি' আত্মবিসর্জ্জন!
পলে পলে অবসান জীবনের বেলা হায়,
হেলায় চলিয়া যায় অমূল্য জীবন!

দেবী-স্তোত্র।

জয় মা ভবানি, শিবানি ঈশানি,
নমি ও রাতুল পায়।
ওমা শিবরাণি, শঙ্করি সর্ব্বাণি,
কৃপা কর তনয়ায়।
জয় মা অম্বিকে, গিরীন্দ্র-বালিকে,
ত্রিলোক-পালিকে তারা!
দেহি মে ও পদ, অতুল সম্পদ,
অন্নপূর্ণা শিব-দারা!
সারদে বরদে, জ্ঞানদে অন্নদে,
মোক্ষদে মা পরাৎপরা!
জগত-জননি, পতিত-পাবনি,
কলুষ-তিমির-হরা!

সত্য সনাতনি, দনুজ-দলনি,
ভৈরবী সিংহবাহিনি !
জয় ভগবতি, অগতির গতি,
শঙ্কর-হৃদি-বাসিনি !
নমামি তারিণি, ত্রিগুণধারিণি !
দেহি মে চরণ-তরি ;
প্রসীদ প্রসীদ, বড় ভীত চিত,
বিঘ্ন হর, হর-হরি !
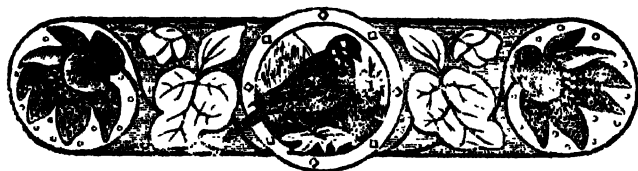
মহা-প্রস্থান। *

কি মহাশোকের দিন হায় আমাদের!
রোহিণীকুমার আজি,
পাপ ধরাধাম ত্যজি,
গিয়াছেন স্বর্গধামে ছাড়িয়া মোদের!

আঁধার করিয়া আজি সবার হৃদয়,
ছাড়িয়া সংসার-মায়া,
ভাই-বন্ধু-পুত্র-জায়া,
কেন, দেব! চ'লে গেলে এত অবেলায়?

---

* বরিশাল জিলার অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশা-নিবাসী স্বনামধন্য জমিদার বাবু রোহিণীকুমার সেন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে লিখিত।

সাধ্বী সতী পত্নী তব শরৎসুন্দরী,
হের, দেব! একবার,
ল'য়ে কি বিষাদ-ভার,
ভূমিতলে হেমলতা যায় গড়াগড়ি!

তোমার শোকেতে, দেব! করি' হাহাকার,
অনাথ আতুর জনে,
কাঁদিছে আকুল মনে,
আসিয়া তাদের তুমি মুছ অশ্রুধার।

করিয়াছ সদা তুমি কর্ত্তব্য-সাধন
ইন্দ্রিয় সংযত করি',
বিলাসিতা পরিহরি,
পুত্র সম প্রজাদের করেছ পালন।

তব সেই প্রিয়তম প্রজা-পুত্রগণ,
হইয়াছে পিতৃহীন,
অনাথ আতুর দীন,
আকুল হৃদয়ে সবে করিছে রোদন!

সুবিদ্বান্ তুমি, দেব! তোমার হৃদয়
সাহিত্য-সেবার লাগি'
ছিল সদা অনুরাগী,
রেখেছ জগতে কত তার পরিচয়।

সর্ব্বগুণান্বিত তুমি ছিলে এ ভুবনে,
করিয়া কর্ত্তব্য শেষ,
গেলে কিহে দেব-দেশ,
ছাড়িয়া সবার মায়া বিভু-আবাহনে?

অথবা,
তব উপযুক্ত, দেব! নহে এ সংসার,
যাও তুমি স্বর্গধাম,
পূর্ণ হোক মনস্কাম,
তব লাগি' রহিয়াছে খোলা স্বর্গ-দ্বার।

ওই হের, তব লাগি' সুরবালাগণ,
পুষ্পমালা ল'য়ে করে,
রয়েছে ত্রিদিব-দ্বারে,
করিবারে তব শিরে পুষ্প বরিষণ।

যাও, দেব! যাও সেই শান্তির আগার—
যেখানে পশে না দুঃখ,
সদা বিরাজিত সুখ,
যেখানে অশান্তি নাই—নাই ব্যাধি-ভার।

জগদীশ পদে সদা করি এ প্রার্থনা—
তব শোকে আত্মহারা,
তোমার স্বজন যারা,
করুন করুণাময় তাদের সান্ত্বনা।

খোকা।

কোমল কুসুম দিয়া তোর ও কোমল কায়া
করেছেন বিধি নিরমিত ;
সুধাংশু-কিরণ মাখি' দেছে বিধি অঙ্গে তোর,
মুখখানি স্নেহেতে পূরিত।
ল'য়েছি যখন তোরে সস্নেহে হৃদয়ে তুলে,
দগ্ধপ্রাণে পেয়েছি সান্ত্বনা।
শোকতপ্ত হিয়া-মাঝে আরাম-প্রলেপ তুই,
তোরে হেরি' পাসরি যাতনা।
হেরিয়াছি তোর মুখে বিমল কৌমুদীরাশি,
করিয়াছি সস্নেহে চুম্বন।
এ পোড়া হৃদয়, যাদু ! করেছিস্ অধিকার,
তুই বাপ ! মম স্নেহধন।

তুই কিরে, খোকামণি ! লইতে সবার স্নেহ,
এসেছিস্ এই ধরাতলে ?
কিম্বা আসিয়াছ হেথা——কঠিন মানব-প্রাণে
স্নেহরাশি বিলাইবে ব'লে ?
আমার কঠিন প্রাণ যেরূপে দ্রবিল যাদু,
সেই মত সবার হৃদয়
করি' অধিকার, বাছা ! থাক্ চিরজীবী হ'য়ে,
ধরাময় হোক্ তোর জয়।

অশ্রু।

আয় অশ্রু আয়—
আমার নয়ন কোণে,
শান্তি দিতে পোড়া প্রাণে,
জ্বলন্ত অনলে মোর প্রাণ জ্বলে' যায়!
—ভরসার ক্ষীণালোক তুই নিরাশায়!

আয় অশ্রু আয়!
যবে নীল নভোপর
হাসে পূর্ণ শশধর,
পিয়ে চাঁদ-সুধা, সুখে চকোরী খেলায়,
তখন এ পোড়া প্রাণ আরো জ্বলে' যায়!

আয় অশ্রু আয়!

যখন রজনী হাসে,

রজত কৌমুদী ভাসে,

কুমুদিনী ফুল্লমুখে পতিপানে চায়,

তখন এ পোড়া প্রাণ আরো জ্বলে' যায়!

আয় অশ্রু আয়!

যখন বসন্ত আসে,

হরষে ধরিত্রী হাসে,

অশোক-শাখায় বসি' পিকবধূ গায়,

—পূর্ব্বস্মৃতি জেগে মনে আমারে কাঁদায়!

আয় অশ্রু আয়!

বাসন্তী প্রসূনরাশি,

ফুল্লমুখে সুধা-হাসি,

অপূর্ব্ব শোভায় নর-মানস মাতায়,

—সে যে গো মাধুরী-বহ্নি জ্বালা'তে আমায়!

আয় অশ্রু আয়!
মৃদু-মন্দ সমীরণ
শীতলি' মানব-মন,
প্রসূন-সৌরভ ল'য়ে যবে ব'য়ে যায়,
সে অনিল লাগে মোর অনলের প্রায়!

আয় অশ্রু আয়!
শারদ প্রভাত কালে,
বিমল গগন-ভালে,
বাল-রবি উদে কিবা রক্তিম আভায়,
—সে আসে দুঃখের কথা জানা'তে আমায়!

আয় অশ্রু আয়!
সলিলে কমলদল,
বিকশিত ঢল ঢল,
উজলে সরসী-নীর রূপের প্রভায়,
সে পোড়া রূপের তাপে চোক জ্বলে' যায়!

আয় অশ্রু আয়!
মরতে সৌন্দর্য্য নাই,
যাহা কিছু ক্ষণস্থায়ী,
সে রূপ-ছলনে মন মজিতে না ধায়,
—সে যে গো কুহক-জাল বাঁধিবারে চায়!

আয় অশ্রু আয়!
মম দুঃখ নিবারিতে,
কেউ নাই পৃথিবীতে,
তুই শুধু সাথী মোর বিশাল ধরায়,
তাই গো আদর করে ডাকি তোরে,আয়!

আয় অশ্রু আয়!
নেহারি' প্রকৃতি-হাসি,
জাগে প্রাণে দুঃখরাশি,
মোর তরে নাই স্নেহ নরের হিয়ায়,
তাই গো আহ্বানি তোরে,আয় অশ্রু আয়!

আয় অশ্রু আয়!
শান্ত করে এ হৃদয়,
তোর স্নেহ-ধারাদ্বয়;
নিপীড়িত হ'য়ে আমি মরম জ্বালায়,
সকাতরে ডাকি তোরে, আয় অশ্রু আয়!

আয় অশ্রু আয়!
মরতে সুন্দর যাহা,
বারেক দেখেছি তাহা,
সাধনার ধন ছিল—গেছে অমরায়,
তোরি বলে, ওরে অশ্রু! যাব গো তথায়!

তুই যদি থাক মূলে,
(তোরে) যদি নাহি যাই ভুলে,
জানিস্—জানিস্, অশ্রু! পা'ব পুনরায়,
তাঁর সাথে দেখা মোর হ'বে অমরায়।
আয় অশ্রু আয়!

তুমি।

তুমি　সুধাংশুর হাস,
ফুল্ল-ফুল্ল-বাস.
বিমল শারদ জোছনা।
তুমি　মলয় সমীর,
সদা স্নিগ্ধ ধীর,
দগধ প্রাণের সান্ত্বনা।
তুমি　ফুল্ল ফুলদল,
পবিত্র নির্ম্মল,
হৃদি-মরুভূমে ফুটিয়া।
তুমি　ঊষার কিরণ,
নবীন তপন,
আছ এ হৃদয় জুড়িয়া।

তুমি হৃদি-নভস্থল
করিয়া উজল
উদিত প্রফুল্ল চন্দ্রিমা।
তুমি হৃদি-বীণা-তার,
বসন্ত বাহার,
অসীম তোমার মহিমা।
তুমি সুমোহন বাঁশী,
ঢেলে সুধারাশি,
রেখেছ হৃদয় মোহিয়া।
তুমি স্নেহের ধারায়
সতত আমায়
রেখেছ মুগধ করিয়া।
তুমি প্রেমের সরসী,
সলিল বরষি'
ভুলাও বিষাদ-বেদনা।
তুমি পূর্ণ শান্তি-ধাম,
স্মরি' তব নাম
পাসরি সকল যাতনা।

তুমি ধেয়ান, ধারণা,
বাসনা, কামনা,
হৃদয়ে প্রেমের প্রতিমা।

তুমি প্রেম-প্রীতিময়,
করুণা-নিলয়,
অনন্ত তোমার মহিমা।

তুমি চির-প্রেমময়,
হেরি বিশ্বময়
তোমার প্রেমের মূরতি।

তুমি সরবস্ব-ধন,
হৃদয়-রতন,
ধরম করম সুমতি।

লাবণ্যবালা।

আমার হৃদয়-সরে,

স্নেহের মৃণালে, বোন্‌!

তুই রে কমল-কলি

আমার প্রাণের ধন।

দুঃখময় এ জীবনে

তুই লো সান্ত্বনা মোর,

ক্ষণতরে সব ভুলি

নিরখি’ মু’খানি তোর।

সংসার-আগারে তুই

প্রীতিময়ী ছবিখানি;

আহা মরি, কি মধুর
তোর ও কোমল বাণী!
তোর 'দিদি' ডাক শুনি'
দগ্ধ প্রাণে শান্তি পাই,
স্নেহের প্রতিমা! তোর
জগতে তুলনা নাই।
আশীর্ব্বাদ করি তোরে,
দেব-আশীর্ব্বাদ ল'য়ে—
স্নেহের লাবণ্য, তুই
থাক্ চিরসুখী হ'য়ে।
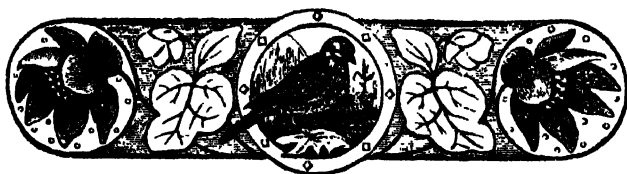
কেমনে ভুলিব ?

ইষ্টদেব মোর তুমি,
উজলি' আঁধার ভূমি
করিয়াছ অধিকার এ ক্ষুদ্র হৃদয়।
তুমি যে গো প্রিয়তম,
নমস্য উপাস্য মম,
প্রাণের অধিক তুমি—ভুলিবার নয়।
তোমারে ভুলিয়া প্রভু,
থাকিতে না পারি কভু,
পবিত্র নির্ম্মল তুমি প্রেম-প্রীতিময়,
স্নেহের অনন্ত খনি, পুণ্যের আলয়।

২

তোমারে করিতে 'পর'
বলে—যারা মোর 'পর',
এ হেন নির্ম্মম কথা কেমনে সহিব ?
সতত হৃদয় মাঝে,
তব কণ্ঠ-বীণা বাজে,
জাগিছ অন্তরে সদা—কেমনে ভুলিব ?
প্রাণাধিক ! এই ধরা
শুধু কঠিনতা ভরা,
আপনার ব'লে আমি কাহারে কহিব ?
তোমা ভুলি' জীবিতেশ ! কেমনে বাঁচিব ?

৩

এ দাসীরে স্নেহ-ভরে
কেহ না জিজ্ঞাসা করে,
তুমি ছাড়া সবে দেখে ঘৃণার নয়নে !
তুমি মোর প্রাণধন,
তুমি বিনা অন্য জন
কেহ না সম্ভাষে মোরে সস্নেহবচনে ;

—বলে মোরে ভাগ্যহীনা,
অবজ্ঞেয় হেয় দীনা,
তুমিই সান্ত্বনা কর বসি' হৃদাসনে,
তোমারে, জীবন-সখা! ভুলিব কেমনে?

৪

তোমার বদনে, নাথ!
হয় যে গো প্রতিভাত
হিমাংশুর ফুল্লহাসি অতুল প্রভায়।
তব অঙ্গে বারমাস
লেগে আছে ফুলবাস,
তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তের বায়।
তোমারি চরণ তলে
(মোর) যমুনা উজানী চলে,
রাজ তুমি, হৃদিরাজ অতুল শোভায়,
তোমারে কি প্রিয়তম, ভোলা কভু যায়?

৫

তুমি মোর প্রাণারাম,
মূলমন্ত্র তব নাম,

সে নাম সঙ্গের সাথী—জপি দিবানিশি।
ইহ জনমের শেষে,
মহাযোগিনীর বেশে,
যেতে যেন পারি, দেব! ও চরণে মিশি'।
প্রাণাধিক! প্রিয়তম!
তুমিই উপাস্য মম,
তব রূপ-জ্যোতিঃ আমি হেরি দশদিশি,
তোমারি মাধুরীমাখা প্রকৃতির হাসি।

৬

এ পোড়া হৃদয় মোর
তোমার প্রেমেতে ভোর,
তোষ তুমি সদা প্রেম-সলিল সিঞ্চনে।
তুমি মোর স্বর্গধাম,
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম,
জুড়াও আমার প্রাণ প্রেম-সমীরণে।
এ জীবনে, প্রাণারাম!
তুমিই শান্তির ধাম—

শয়নে স্বপনে কিম্বা তন্দ্রা জাগরণে,
ইহজন্মে পরজন্মে—জীবনে মরণে।

৭

দুষ্ট ষড়রিপুগণে
বিনাশিয়া প্রাণপণে
অনন্ত পুণ্যের পথে নিয়ত ছুটিব।
তুমি প্রেমময় প্রভু,
ভুলিতে কি পারি কভু ?—
তোমারি প্রতিমা হৃদি-মন্দিরে গড়িব।
চাই না অক্ষয় স্বর্গ,
নাহি চাই চতুর্ব্বর্গ,
ভক্তি-পুষ্পে ও চরণ মানসে পূজিব।
তোমারে, হৃদয়-সখা ! কেমনে ভুলিব ?

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রীতি-বিমণ্ডিত
আজি এই চরাচর ;
ফুল্ল শশধর তারাদল সনে
রাজে নীল নভোপর।
অমল ধবল সুধাংশু-কিরণ
মাখিয়া কুসুমরাশি,
বিকশিত হ'য়ে ভুলায় মানস,
অপূর্ব্ব শোভা বিকাশি'।
নাচিছে পুলকে চকোর-চকোরী,
ভাসিছে সোহাগ-নীরে,
চাঁদের কিরণে কি শোভা হ'য়েছে
শ্যামল পাদপ-শিরে।

এই দীন বঙ্গে আসিয়াছে আজ
লক্ষ্মী-পূর্ণিমার নিশি,
(তাই) পূর্ণ সুধাকর ঢালিছে মাধুরী,
হাসিতেছে দশদিশি।
আজি বঙ্গভূমে এসেছেন মাতা
লক্ষ্মী কমলাসনা,
প্রকৃতির সনে অর্চ্চিছে মানব
কেশব-বাসনা রমা।
ফুল্ল ফুলদল অর্পিতেছে নর
কমলা-কমল-পায়।
আজি বঙ্গবাসী বিমল আনন্দ-
সাগরে ভাসিয়া যায়।
সভক্তি হৃদয়ে পূজি' কমলায়
সকলেই হরষিত,
এ আনন্দ দিনে আমার হৃদয়
বিষাদ-কালিমাঙ্কিত!
হাসিছে জগত, হাসিছে প্রকৃতি,
মুগধ মানব-প্রাণ;

থাকি' থাকি' আজ জাগে মোর প্রাণে
কেবলি বিষাদ-গান!
এ সুখের দিনে দুঃসহ অনল
আমার হৃদয়-মাঝে!
গভীর শোকের দারুণ বেদনা
দগধ পরাণে বাজে।
কোন্ মহাপাপে, হা বিধাত! মোরে
অশেষ যাতনা দিলে?
কোন্ কর্ম্মফলে দুঃখিনী বালার
সুখ-শান্তি কেড়ে নিলে?

আমার জেঠামণি।*

জেঠামণি,

অভাগিনী ব'লে মোরে ভুলিয়ে কি গেছ ?
আমি ত ভুলিনি তোমা,
এ জীবনে ভুলিব না,
ভুলিতে কি পারি কভু ?—কত স্নেহ দেছ !
হাতে মাখি' ধূলা-ম'লা,
ধরিয়া তোমার গলা,
উঠিয়াছি তোমার সে স্নেহময় কোলে ;
তাহাতে বলনি কিছু,
অনাদর হয় পিছু,
তুষিয়াছ মোরে কত স্নেহমাখা বোলে।

* শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যচন্দ্র দেব, ডাক্তার।

তোমার আদর স্নেহ
থাকিতে নশ্বর দেহ,
বিস্মৃত হইতে নারি মুহূর্ত্তের তরে;
তোমার কোমল প্রাণ,
অযাচিত স্নেহদান,
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা প্রতি স্তরে স্তরে!
খেলনা পুতুল কত,
সস্নেহে দিয়েছ শত,
অঙ্কিত রয়েছে সব এ পোড়া পরাণে!
সুখের শৈশব মোর
এবে হইয়াছে ভোর,
বাল্য স্মৃতি স্মরি' অশ্রু ঝরে দু'নয়নে!
অকৃত্রিম তব স্নেহ;
সে সুখের খেলা-গেহ,
গেছে পুড়ে' জেঠামণি!—গেছে চিরতরে!
এবে আমি শূন্য মনে,
সংসারের এক কোণে,
গভীর যাতনা ল'য়ে রহিয়াছি পড়ে'!

কেহ না সম্ভাষে আর,
অশ্রু ও বিষাদ-ভার—
দু'টি সাথী মোরে সদা তোষে স্নেহভরে!
সুখহীনা শান্তিহীনা,
আশ্রয় সম্বলহীনা,
(সদা) কি ভীষণ দাবানল জ্বলিছে অন্তরে!
দিবা অবসান হ'লে,
ডুবে রবি অস্তাচলে,
কিন্তু আশা থাকে—পুনঃ হইব উদয়;
আবার রজনী শেষে
উদিবে নবীন বেশে,
হাসিবে সহস্র-রশ্মি হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময়;
ঘোর তামসরূপিণী
অমাবস্যা নিশিথিনী,
আসিলে জগতে তবু সবে ভাবে মনে—
আবার সুধাংশু-হাসি
ক্ষরিবে জ্যোছনারাশি,
উজল করিবে ধরা নির্ম্মল কিরণে।

কিন্তু মোর কিবা আছে
বিশাল সংসার-মাঝে ?—
ভাসিব গো চিরকাল শোক-সিন্ধুনীরে !
যত দিন আছি ভবে,
নীরবে কাঁদিতে হ'বে,
বিগত সুখের দিন আসিবে না ফিরে !
সুখ-পূর্ণিমার রাতি,
(মোরে) দিবে না অমল ভাতি,
বিষাদ-আঁধারে ঢাকা অদৃষ্ট-আকাশ !
পিক-কুহুরিত কুঞ্জে
বিকচ কুসুমপুঞ্জে
আমারে না দিবে আর মধুময় বাস !
থাক্ বলিব না আর,
জিজ্ঞাসি একটী বার—
(এবে)মোর প্রতি স্নেহ আর আছে কি তেমনি ?
—শৈশবে যেরূপে মোরে,
বাঁধিয়া স্নেহের ডোরে,
লইয়াছ কোলে তু'লে, ওগো জেঠামণি !

তেমনি বাড়া'য়ে কর,
নেবে কি এ উপহার ?—
অশ্রুসিক্ত বিমলিন শুষ্ক ফুল-ডালা,
বিষাদে গ্রথিত ভক্তি-কুসুমের মালা।

শোক-গাথা।

এস মা আমার   আনন্দ-প্রতিমা,

প্রীতির মূরতি তুমি ;

তোরে না হেরিয়া   জ্ব[illegible] হৃদয়,

এস. ও বদন চুমি।

কোথা গেলে চলে'   মোদেরে কাঁদা'য়ে,

তুমিত মা স্নেহময়ী,

বড় আদরের   [illegible]ন যে মা তুই,

আয় বুকে তুলে' লই।

তুমিত মা সতু,   দিদি আমার

সংসার-সুখের ধন,

চ'লে গেলে, হায়! ফেলিয়া তাহায়,
আঁধার করি' জীবন!
তুমি মা দিদির একটী সন্তান,
আর কেহ নাহি তার;
না দেখে তোমার চারু চন্দ্রানন,
একশেষ যাতনার!
কোল খালি করি' দিদির আমার,
গেলিরে কোথায় চলি'?—
'মা' ডাকিতে তাঁরে কেহ নাই আর,
সান্ত্বনা দিব কি বলি'?
বুঝেছি মা সতু, এ জগত বুঝি,
ভাল না লাগিল তোর,
(তাই) মোদেরে কাঁদা'য়ে গিয়াছ চলিয়া,
—বহিছে নয়ন-লোর!
নিরদয় কাল! কেন নিলি হায়,
নির্ম্মলা সরলা বালা?—
সতু যে মোদের হৃদয়ের ধন,
অতুল রূপের ডালা!

না ফুটিতে ফুল ছিঁড়িলি মুকুল,
হায় রে, নিঠুর কাল!
শোকের আগুন হৃদয়ে মোদের
জ্বলিবে যে চিরকাল!
কাঁদিতেছে দিদি আকুল পরাণে,
কে মুছা'বে অশ্রুধার,
আয়, মা আমার, প্রাণাধিকে সতু!
কোলে করি একবার।

পিতৃ-স্নেহ।

অকৃত্রিম নিরমল পবিত্রতাময়

আছে এ সংসার-মাঝে জনকের স্নেহ;

এ জীবনে [illegible] স্নেহ [illegible]ভেছি [illegible],

তেমন সুধার ধার দিতে নারে কেহ।

পিতার অসীম স্নেহ মন্দাকিনী-ধারা,

বর্ষিত হ'তেছে সদা শিরে অপত্যের;

সে যে গো সান্ত্বনা শোকে—শান্তি বেদনায়,

দেবের নির্ম্মাল্যরাশি—সুধা স্বরগের।

পিতা মোর ধর্ম্ম-প্রাণ, পুণ্য-পারাবার,

সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান্, দীনের আশ্রয়;

তুষিছেন সদা মোরে সান্ত্বনা-বচনে,

আমার দুঃখেতে তাঁর দহিছে হৃদয়!

এমন করুণাময় দেখিনি' কাহারে,
দেখিয়াছি কত পিতা হিন্দু-সমাজের,
—র'য়েছে সংসার-মাঝে বিধবা তনয়া,
কিন্তু তাহাদের মুখে হাসি আনন্দের!
অথবা হয়েছে কারো পত্নীর বিয়োগ,
—পঞ্চাশৎ বর্ষ কিন্তু হইয়াছে পার—
তথাপি তাহার নাই বিবাহে বিরাগ,
উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'তেছে আবার!
বালিকা বিধবা কন্যা ধূলায় লুটায়—
(একাদশী-দিনে বালা জল-পান তরে)
আত্ম-সুখ-পরায়ণ পিতা নিরদয়,
নাহি দেয় জলবিন্দু ডরা'য়ে পাপেরে!
কিন্তু জনকের মম স্নেহপূর্ণ হৃদি,
স্বার্থ-লিপ্সা কভু নাহি স্থান পায় মনে,
হৃদয়ে বহিছে সদা করুণা-নির্ঝর
পাপ কুটিলতা নাই তাঁহার জীবনে।
দেখিনি' এমন আর ইন্দ্রিয়-সংযমী,
প্রেমময় পিতা মোর সংসার-সন্ন্যাসী;

জীবের দুঃখের তরে তাঁর হৃদিখানি
কাঁদে—ঝরে দু'নয়নে সদা অশ্রুরাশি।
বালিকা বিধবা কন্যা অভাগিনী তরে,
এমন দেখিনি' কভু আত্ম-বিসর্জ্জন!
মোর দুঃখে—ত্যজি' পিতা শত প্রলোভন,
পূত ব্রহ্মচর্য্য সদা করেন পালন!
কর আশীর্ব্বাদ মোরে, স্নেহময় পিতা!
কর, দেব! অধিকারী তব দুহিতায়
তব নির্ম্মল চরিত্র-ধনে—দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি,
জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, বিভুর সেবায়।

নলিনী।

সরসীর নীল নীরে হেলিছে দুলিছে ধীরে
প্রফুল্ল নলিনীদল রূপে আলো করিয়া ;
র'য়েছে মৃণাল'পর, কিবা শোভা মনোহর,
প্রভাত-অনিলে দোলে নর-চিত্ত মোহিয়া।
তুমি লো, কুসুমরাণি! সকল কুসুম জিনি',
ধরাতলে অতুলন তব রূপ-মহিমা ;
জয়ন্তী অপরাজিতা, তব কাছে পরাজিতা,
ধরায়, নলিনি! তোর নাহি মিলে উপমা।
দেখিয়া অতুল শোভা, অলিকুল মনোলোভা,
মৃদুল মধুর রবে গুঞ্জরিছে আসিয়া ;
মধু আশে কাছে আসি' কহিতেছে মৃদু হাসি—
"আমি তব রূপে মুগ্ধ, দেখ না লো চাহিয়া।"

তাই বলি' "ও নলিনি! হ'য়ে রূপ-গরবিণী,
অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ো না লো হ'য়ো না;
যে রূপ অচিরস্থায়ী, এই আছে—এই নাই,
সে রূপের অহঙ্কার ক'রো না লো ক'রো না।
সুখ-সূর্য্য অস্ত যা'বে, এ সৌন্দর্য্য নাহি র'বে
চিরদিন সমভাবে কাহারো ত যায় না!
ফুটন্ত কুসুম, হায়, যখন শুকা'য়ে যায়,
তার পানে কেহ আর ফিরেও ত চায় না!
তব এ সৌন্দর্য্য হেরে, কত কথা মনে পড়ে,
—মোদের সংসার-সরে ছিল যে রে ফুটিয়া
একটী নলিনী ফুল, ধরাতলে নাহি তুল,
তোরি মত ছিল তার হাসিতে যে অমিয়া!
সরলা প্রতিমাখানি, আমাদের সে নলিনী,
চ'লে গেছে দেব-পুরে ধরা-ধাম ছাড়িয়া!
আর না আসিবে ফিরে, তাই ভাসি অশ্রু-নীরে,
প্রাণের প্রতিমাখানি নলিনীরে স্মরিয়া!"

প্রার্থনা।

দয়াময়! দয়া ক'রে, দাও শক্তি এ দাসীরে,

তব শান্তিময় নাম জপি নিরন্তর ;

যেন [illegible] দয়াল প্রভু, তোমারে ভুলিয়ে কভু,

ভুল পথে অগ্রসর না হয় অন্তর।

অনাথ-শরণ তুমি, অনাথা তনয়া আমি,

চির-আকাঙ্ক্ষিত ভক্তি দাও তনয়ায় ;

তোমার ধেয়ানে মন, থাকে যেন অনুক্ষণ,

তোমার চরণে দাসী এই ভিক্ষা চায়।

প্রভো! হৃদয়ের মম দূর করি' মোহ-তমঃ,

জ্বেলে দাও, প্রেমময়! তব প্রেমালোক,

সে আলোকে সে আরামে, এ চির-আঁধার ধামে

ফুটিয়া উঠুক, প্রভো! নব দিব্যালোক।

বিষয়-বাসনা যত, ত্যজি' সব—অবিরত
তোমারে ডাকিতে সাধ, ভুলিয়ে যাতনা,
(তাই) কলুষ-তিমির নাশ, খু'লে দাও মায়া-পাশ,
পূর্ণ কর প্রাণারাম আকুল কামনা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শোকাশ্রু।

(বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে লিখিত)।

হায়! এ যে অকস্মাৎ
ভীষণ অশনিপাত
হইল রে হতভাগ্য বাঙ্গালীর শিরে!
অহো! বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদে,
বঙ্গবাসী শোকে কাঁদে,
এই ছিল মনে তোর, নিঠুর বিধি রে!
আজি বঙ্গবাসিগণ
নিরানন্দে নিমগন,
অবিরত দু'নয়নে শোক-অশ্রু ঝরে,
প্রকাশিছে মর্ম্মব্যথা সকরুণ স্বরে!

২

বিষাদে মলিন আজ রবির কিরণ;
চাঁদের হাসিতে আর
নাহি সে সুধার ধার;
বিষাদে বার্ত্তা আজ বহে সমীরণ!
ফুলদল বাসহীন,
বিষাদেতে বিমলিন;
অনন্ত বিমান-পথে বসি' নব ঘন,
বিষাদের অশ্রু সদা করে বরিষণ!

৩

দুঃখের সাগরে আজ বঙ্গ নিমগন;
বঙ্গদেশ ছারখার,
ঘরে ঘরে হাহাকার,
বিষাদ-মলিন বঙ্গ-প্রকৃতি-আনন!
বাঙ্গালীর দীর্ঘশ্বাস,
শোকের আকুলোচ্ছ্বাস
বিষাদ কালিমাঙ্কিত মলিন বদন,
হেরিলে পাষাণ(ও) করে অশ্রু বরিষণ!

৪

বাঙ্গালী কি অপরাধে,
পিতৃসম রাজ-পদে
হইয়াছে অপরাধী? সম্রাট্ সুমতি—
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
পুত্র কন্যা কাঁদাইয়া,
কেন করিলেন হেন বঙ্গের দুর্গতি?
করিলেন বাঙ্গালীরে হীনবল অতি!

৫

এস, বঙ্গ-জননীর পুত্র-কন্যাগণ!
ব্যথিতা মায়ের তরে,
কাঁদি সবে সমস্বরে,
আমাদের আছে শুধু সম্বল ক্রন্দন!
মোদের সম্রাট, হায়!
—হৃদি বিদরিয়া যায়—
শুনিল না আমাদের কাতর বচন!
কি করিব—ভাগ্যলিপি বিধির লিখন!

৬

এস গো, মায়ের কাজে থেক না বিরত
—যদি এ ভীষণাঘাতে
ব্যথা পেয়ে থাক চিত্তে—
আছ এই বঙ্গভূমে ভাই বোন্ যত,—
ভু'লে গিয়ে দলাদলি,
বিলাসিতা ঢলাঢলি,
একতার মহামন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত,
কর গো সাধন সদা স্বদেশের হিত।

৭

চিন্তিয়া হৃদয়ে সেই অনাথ-শরণ,
হও সবে অগ্রসর,
(নাহি আর অবসর),
খু'লে ফেল আঁখি হ'তে মোহ-আবরণ!
আপন ঘরের ধনে,
লও, ভাই! সযতনে,
স্বদেশী শিল্পের কর উন্নতি সাধন।
আসিবে ভারতে পুনঃ নবীন জীবন।

৮

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা-পাশে বাঁধিয়া হৃদয়,
মায়ের সন্তান যত,
লও এই মহাব্রত,—
"আলস্য ঔদাস্য সদা ত্যজি' সমুদয়,
মিলি' হিন্দু মুসলমান,
হ'য়ে সবে একপ্রাণ,
সাধিব দেশের হিত করি' প্রাণপণ,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
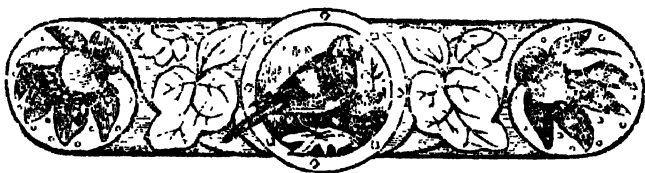
শুভাগমন। *

আজিকে সহসা একি !
সবি অভিনব দেখি,
শোকাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর মলিন বদনে
শারদ কৌমুদী প্রায়
ফুল্ল হাসি শোভা পায়,
আনন্দের অশ্রু ঝরে বাঙ্গালী-নয়নে !
জননীর অঙ্গচ্ছেদে,
বঙ্গবাসী কেঁদে কেঁদে,

---

* ১৩১২ সনের ৬ই আশ্বিন বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাঠী বন্দরে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদমূলক এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বঙ্গের অন্যতম প্রধান অগ্রণী স্বদেশ-হিতৈষী, স্বাধীনচেতা, বাগ্মিবর, পরম ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আগমন উপলক্ষে লিখিত।

এত দিন ছিল সবে জীবন্মৃত প্রায় ;
সহসা কেন গো আজ,
দূরে ফেলি' শোক-সাজ,
ক'রেছে বদন আলো হাসির প্রভায় ?
আজি কি গো বঙ্গ-মা'র
শুকায়েছে ক্ষত-ভার ?
তাই কি সন্তান তাঁর মাতিয়াছে সুখে ?
তাই কি গো আজি সবে
মেতেছে নব উৎসবে,
তাই সুখ-হাসি হেরি—বাঙ্গালীর মুখে ?
না, না, না, তাহা ত নয়,
তবে কেন সুখোদয়
হইল গো অকস্মাৎ—দূর শোক-আঁধার ?
একি শুনি—আজি কিরে
আলোকিতে এ তিমিরে,
এসেছেন মহামতি অশ্বিনীকুমার ?
বাঙ্গালী সে ধর্ম্ম-বীরে,
প্রীতি-অর্ঘ্য ল'য়ে করে,

আনন্দ-উৎফুল্ল মনে ক'রেছে বরণ।
আজি আগমনে তাঁর,
ভুলেছে বিষাদ-ভার,
তাই গো প্রফুল্ল হেরি বাঙ্গালী-বদন।
কি সৌভাগ্য আমাদের!
হেন রত্ন স্বদেশের,
বাঙ্গালীর ক্ষত প্রাণে শান্তি প্রদানিতে,
আজি এসেছেন হেথা,
বাঙ্গালী ভুলেছে ব্যথা,
তা'দের মলিন মুখ শোভিছে হাসিতে।
কি সৌভাগ্য বাঙ্গালীর!
কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর,
অশ্বিনীকুমার বঙ্গ-দুঃখ বিমোচনে—
আপনার দেহ মন
ক'রেছেন সমর্পণ;
এমন শুনিনি' কভু—দেখিনি' নয়নে।
অশ্বিনীকুমার সম
রূপে গুণে অনুপম,

নাহি বুঝি আর কেহ এই বঙ্গ-ধামে।
মরি কিবা সুমহান,
দয়া প্রেমে পূর্ণ প্রাণ,
আহা, কিবা সুধা ক্ষরে তাঁর পূত নামে !
দেখিনি' এমন ত্যাগী,
হেন অনাসক্ত যোগী,
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী বীর দেখিনি' নয়নে।
এমন করুণাময়,
প্রেমময় প্রীতিময়,
অতুল পুণ্য সঞ্চয় হয় দরশনে।
দীন কাঙ্গালের তরে,
সদা তাঁর অশ্রু ঝরে,
সর্ব্বজীবে সমপ্রীতি, সমদরশন।
দীন-দুঃখী তরে তাঁর
সতত হৃদয় দ্বার
রয়েছে উন্মুক্ত ; শুনি' সস্নেহ বচন—
দ্বেষী ভুলে যায় দ্বেষ,
দুঃখী ভু'লে যায় ক্লেশ ;

হেন সর্ব্বগুণময় ধার্ম্মিক সুজন,
অশ্বিনীকুমার সম হেরেনি' নয়ন।

শোকে দুঃখে ক্লিষ্ট সব
বঙ্গবাসীদের প্রাণ
আজিকে হরষে পূর্ণ,
নব-বলে বলীয়ান্।
হ'য়েছে বাঙ্গালিগণ
আজি সুপ্রসন্ন-মুখ,
অধরে শোভিছে হাসি
শ্রদ্ধা-প্রীতিপূর্ণ বুক।
আজিকে আনন্দ কিবা!
বাঙ্গালী—স্বদেশ তরে,
মোহ-নিদ্রা পরিহরি
মেতেছে উল্লাস ভরে।
এত দিনে বুঝিয়াছে
বঙ্গের সন্তান যত—

তাহারা বিদেশী কাছে
হীন হইয়াছে কত !
বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ, হায় !
—এ ভীষণ ভূকম্পন—
জাগা'য়ে দিয়েছে যত
অলস বাঙ্গালী-মন।
জগদীশ, দয়াময় !
অধম সন্তান প্রাণে
দাও গো স্বদেশ-প্রেম,
তোষ গো করুণা দানে।
বঙ্গ-নরনারীগণ !
ভু'লে যাও শোক ক্লেশ,
ভু'লে যাও দলাদলি,
আত্ম-পর হিংসা-দ্বেষ।
আমরা ভারতবাসী
মিলে হিন্দু-মুসলমান
একতা-নিগড়ে বদ্ধ,
ভাই-ভাই একপ্রাণ।

উদ্বোধন।

ভারত-রমণি! জাগ গো এখন,
আর কত কাল র'বে অচেতন?
আজ দেশে শুভদিন আগমন,—
জাগিয়াছে সব ভ্রাতা-পুত্রগণ,
তোমরা কি বোন্, ঘুমিয়ে র'বে?

ওই দেখ—তা'রা স্বদেশের তরে,
নিশিদিন খাটে প্রাণপণ ক'রে,
আজি তাহাদের শুভ উদ্বোধন,
তাই গো, তা'দের হ'য়েছে চেতন;—
আমরাও বোন্, জাগিব সবে।

ওই দেখ—সবে ভুলি' দলাদলি,
ভাই ভাই মিলে হ'য়ে গলাগলি,
হাতে ল'য়ে নব একতা-নিশান,
কোটিকণ্ঠে গায় স্বদেশের গান,
কাঁপা'য়ে মেদিনী গভীর রবে।

নবীন হরষে নব উৎসবে,
মাতৃ-পূজা তরে জাগিয়াছে সবে,
দেশজাত শিল্প-পণ্য-আভরণে
জননীর অঙ্গ সাজা'তে যতনে,
এবার ভারতে জেগেছে সবে।

কোটি কোটি নর বহুদিন পরে,
একপ্রাণ হ'য়ে এক(ই) লক্ষ্য ধ'রে,
নব কার্য্যক্ষেত্রে হ'য়ে আগুয়ান্
সবাই সাধিছে দেশের কল্যাণ,
আসিয়াছে দেশে নবীন আলো।

ভারত-মহিলা, শুন ভগ্নিগণ!
দূরে ফেলে দিয়ে মোহ-আবরণ,

কর পূর্ণ প্রাণ নবীন আলোকে,
উঠরে জাগরে, অসীম পুলকে
ভ্রাতা-পুত্র প্রাণে উৎসাহ ঢালো।

লক্ষ্যভ্রষ্ট যদি হও একবার,
শত বরষেও জাগিবে না আর ;
শত বাধা-বিঘ্ন ভীতি-প্রদর্শনে,
জননীর নামে দলিয়া চরণে,
যতনে রাখিও দেশের মান।

শিরে লও শুভ মাঙ্গল্যের ডালা,
গেঁথে লও করে শুভ পুষ্পমালা,
ভ্রাতা-পুত্রদের নবীন জীবনে
পূত উৎসাহের সলিল সিঞ্চনে,
পুলকিত কর সবার প্রাণ।

যে দেশে রেখেছে অতুল কিরতি—
সাবিত্রী, পদ্মিনী, সীতা, দময়ন্তী,

যে দেশের নারী হাসিতে হাসিতে,
অকাতরে প্রাণ পারিত ত্যজিতে
জ্বলন্ত চিতায়—'জহর'-ব্রতে,

লভিয়া জনম সে ভারত-ভূমে,
চিরকালি মোরা থাকিব কি ঘুমে ?—
পারি না কি ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দিতে,
ভ্রাতা-পুত্রগণে স্বদেশের হিতে,
শিল্পোন্নতি তরে—স্বদেশ-ব্রতে ?

সহসা আজিকে কিবা পুণ্যফলে,
কত যুগ পরে মেতে নব বলে,
'বন্দে মাতরম্' ব'লে সমস্বরে,
স্বদেশী শিল্পের উন্নতির তরে—
ভারত-সন্তান জেগেছে সবে !

হে বঙ্গবাসিনি ! এস ভগ্নিগণ,
যে পূজা করিছে ভ্রাতা-পুত্রগণ,

সে পূজার তরে করি সমর্পণ—
ভারত-বালার দেহ প্রাণ মন ;
এখনো ঘুমা'লে জাগিবে কবে ?

তাই বলি' বোন্,—সাজি' রণ-সাজে,
নাহি যেতে হ'বে রণক্ষেত্র-মাঝে,
সে ভয় হইতে সম্রাট সুজন,
সতত মোদেরে করিছে রক্ষণ,
থাক ভগ্নিগণ, নির্ভয় চিতে।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে,
করিও সাহায্য ভ্রাতা-পুত্রগণে,
যে টুকু শকতি আছে তোমাদের,
তাই দাও—হবে কল্যাণ দেশের,
লাগিবে জীবন দেশের হিতে।

মোদের মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার,
যাহা চাই,তাহা পাই অনিবার,

সকলি ত আছে আপনার ঘরে,
তবে কেন মা'ব মুষ্টি ভিক্ষা তরে—
পরের দুয়ারে ভিখারী হ'য়ে।

বিলাসিতা ত্যজি'—মাতৃপূজা তরে,
মহা আয়োজন কর ঘরে ঘরে,
মাভৈর্মাভৈঃ ভারত-সন্তান,
কার্য্যক্ষেত্রে সবে হও আগুয়ান্,
দেবের আশিস্ মাথায় ল'য়ে।